দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV 13 2002

বিএম কলেজ ছাত্রীনিবাসে বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীকে উৎখাত করা নিয়ে তুলকালাম

হোস্টেল সুপারকে খুনের হুমকি ॥ থানায় জিডি

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ সরকারী ব্রজমোহন কলেজের বনমালী গাঙ্গুলী ছাত্রীনিবাসে বহিরাগত এক ছাত্রদল নেত্রীকে উৎখাত করাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম ঘটনা ঘটে গেছে। ঐ ছাত্রদল নেত্রী ছাত্রীনিবাসের সুপারকে খুন করার হুমকি দিয়েছে। ঐ শিক্ষক ইতোমধ্যে কোতোয়ালি থানায় এ ব্যাপারে একটি জিডি করেছে। দায়িত্বে অবহেলার জন্য ছাত্রীনিবাসের দু'কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সোমবার থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ঐ বহিরাগত নেত্রীর কক্ষে হল সুপার দু'দফায় তালা ঝুলিয়েছে। ঐ নেত্রী আবার দু'দফা তালা ভেঙ্গেছে। ঐ হোস্টেলের সাধারণ ছাত্রীরা না চাইলেও শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন করার জোরে তাকে সেখান থেকে তাড়াতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। এ তথ্য কলেজ সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সূত্র জানিয়েছে, ঐতিহ্যবাহী সরকারী ব্রজমোহন কলেজের প্রধান ছাত্রীনিবাস বনমালী গাঙ্গুলী ছাত্রীনিবাসে গত একপক্ষকাল ধরে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ ছাত্রীরা বহিরাগত ও অবৈধ ছাত্রীদের উৎখাতের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। হোস্টেল সুপার অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী জানিয়েছেন, এখানে অবস্থানকারী প্রায় দু' শ' বহিরাগত ও অবৈধ ছাত্রীকে ইতোমধ্যে উৎখাত করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই উৎখাত করা যাচ্ছে না ছাত্রদল নেত্রী ও ল'কলেজ ছাত্র সংসদের নেত্রী নাসরিনকে। তাকে বার বার নোটিস করা সত্ত্বেও সে হোস্টেল ছাড়ছে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সেখানকার সাধারণ ছাত্রীরা নাসরিন ও নাজুকে হোস্টেল থেকে বের করে দেয়ার দাবিতে গত সোমবার সকালে বিক্ষোভ করে। তারা তাকে ছাত্রীনিবাসে ঢুকতে বাধা দেয়। সেই সাথে তার দখল করা রুম ৩০৪ থেকে মালামাল বাইরে ফেলে দেয়। এ ঘটনা জানতে পেরে হোস্টেল সুপার, কলেজের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এসএম আলী, যুগ্ম সম্পাদক মাকসুদুর রহমান, বাকসু ভিপি মশিউল আলম সেন্টু, জিএস বাদল দুপুর সোয়া একটায় সেখানে হাজির হয়। তারা সবার সিদ্ধান্তে এবং ছাত্রীদের চাপের মুখে ৩০৪ নং কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। রাতে নাসরিন আবার সেখানে আসে। হোস্টেল সুপার অভিযোগ করেন, নাসরিন তাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে তার দখল করা রুমে তালা দেয়ার জন্য। সে এখানে 'ফাও' খায়। ছাত্রীদের ওপর নানা নির্যাতন চালায় বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও জনান, তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়ার সময় সেখানে কলেজের আরও কয়েক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনায় তিনি কোতোয়ালি থানায় জিডি করেছেন। রাতে নাসরিন ৩০৪ নং কক্ষে তালা ভেঙ্গে রাতযাপন করে। খুব সকালে সে সেখান থেকে বের হয়। মঙ্গলবার সকালে হোস্টেল সুপার আবার ঐ কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। আর সেই সাথে রাতে বহিরাগত নাসরিন কক্ষের তালা ভাঙ্গার কারণে ছাত্রীনিবাসের দু'কর্মী বাধা না দেয়ার অভিযোগে সাসপেন্ড করেছেন। এরা হচ্ছে মরিয়ম ও সুফিয়া। এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে নাসরিনের সমর্থক কয়েক ছাত্রী আবার ঐ কক্ষের তালা ভেঙ্গে ফেলে কক্ষে ঢুকেছে বলে জানা যায়।